গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০২
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

“আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম ফর এনহ্যান্সিং একসেস টু সার্ভিসেস (আইডিইএ)” প্রকল্প শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ পরিচালনার জন্য টার্মস অব রেফারেন্স (ToR) প্রণয়ন

ক) প্রকল্পের বিবরণীঃ

১। প্রকল্পের নাম : আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম ফর এনহ্যান্সিং একসেস টু সার্ভিসেস (আইডিইএ) প্রকল্প

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

৪। প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ

খ। প্রকল্পের ব্যয়ঃ (লক্ষ টাকায়)

	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট
মূল	১৪১৯.০০	১৩৬৫০০.০০	১৩৭৯১৯.০০
১ম সংশোধিত	২৭১৯৯.০০	১৩৬৫০০.০০	১৬৩৬৯৯.০০
২য় সংশোধিত	৬৭৮৩৭.৫০	১২০৪৯২.৫০	১৮৮৩৩০.০০

গ) বাস্তবায়নকালঃ

	মেয়াদকাল
মূল অনুমোদিত	১ জুলাই ২০১১ – ৩০ জুন ২০১৬
১ম বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	১ জুলাই ২০১১ – ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭
১ম সংশোধিত অনুমোদিত	১ জুলাই ২০১১ – ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭
২য় সংশোধিতব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি (অনুমোদিত)	১ জুলাই ২০১১ – ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮
৩য় বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	১ জুলাই ২০১১ – ৩০ জুন ২০১৯

ঘ) প্রকল্পের পটভূমিঃ

স্বচ্ছতার সাথে যথাযথ সেবা প্রদান নিশ্চিত করণে নাগরিকদের পরিচিতি সঠিকভাবে দ্রুততার সাথে নির্ধারণ এবং নাগরিকদের প্রাপ্য সেবা সম্পর্কে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমন্বিত জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন ব্যবস্থা নাগরিকদের সঠিক পরিচিতি যাচাইকরণে সরকারি/বেসরকারি সংস্থাসমূহকে সহায়তা প্রদান করবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নাগরিকদের পরিচিতি যাচাইয়ের পদ্ধতি হিসেবে NID ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশের আর্থিক সহায়তায় “ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও জাতীয় পরিচয় পত্র প্রদানে সহায়তা প্রদান” প্রকল্পের মাধ্যমে ছবিসহ

ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয় যার ফলে নির্বাচনে সম্পুর্ণ স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নকালে দেশের ৮৬ মিলিয়ন নাগরিকদের একটি তথ্য ভান্ডার তৈরী করা হয় একই সাথে সকল নিবন্ধিত নাগরিকদের সাধারণমানের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়।

২০০৮ সালে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের অভিজ্ঞতা ও প্রস্তুতকৃত নাগরিক ডাটাবেজ কার্যকরভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে আরো সম্প্রসারিত জাতীয়পরিচয়নিবন্ধনব্যবস্থা বাস্তবায়নে সরকারের জন্য একটি অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সকল ভোটারকে NID Card ব্যবস্থাপনায় উৎসাহিত করে সরকার ডাটাবেজ এর ভিত্তিতে পরিপূর্ণ NID system বাস্তবায়নের জন্য ২০১০ সালে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ ব্যবস্থা সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নাগরিকদের পরিচয় সনাক্তকরণ ও এর যথার্থতা ও সত্যতা নিরূপনের প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। এ লক্ষ্যে সরকার বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনে National ID and Registration Wing (NIDW)স্থাপন করেছে।

বিদ্যমান কাগজের তৈরী ন্যাশনাল আইডি কার্ডের সফলতার প্রেক্ষাপটে নিরাপত্তা সম্বলিত National ID Systemপ্রবর্তন করা হলে সঠিক কাজে সঠিক টার্গেট গ্রুপ নির্বাচনে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করবে যা রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের একে অন্যের প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে Full-fledged NID system প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন Identification System for Enhancing Access to Services (IDEA)প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

ঙ) <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u>

প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য নিরাপদ, সঠিক ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবস্থা চালুকরণ যা অধিকতর দক্ষ ও স্বচ্ছসেবা প্রদানের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

চ) প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র উৎপাদন ও বিতরণ
- সাপ্লাই ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স অব ডিসেন্ট্রালাইজড টেকনোলজি ইনফ্রাস্ট্রাকচার
- স্মার্ট আইডি কার্ড, পরিচিতি সেবা সংক্রান্ত প্রচারণা কার্যক্রম
- সাপ্লাই ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স অব ডিসি এন্ড ডিআরএস(সার্ভার, হার্ডওয়্যার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি)
- ডাটা সেন্টার ও ডিআরএস এর জন্য অরাকল, অ্যাফিস, বিভিআরএস সফটওয়্যার ক্রয় ও সাপোর্ট সার্ভিস
- সাপ্লাই ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স অব ভারচুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (ডাটা কানেকটিভিটি)
- নাগরিকদের মধ্যে স্মার্ট কার্ড বিতরণ

ছ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ

(১) প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(২) প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

(৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৪) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যোলোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৫) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৬) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৭) প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যোলোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৮) প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়. বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৯) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(১০) প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

(১১) প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS;

(১২) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;

(১৩) প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(১৪) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

জ) <u>পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতাঃ</u>

ক্র: নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	ফার্ম	-	• গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্ট্যাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০১ (এক) বছরের অভিজ্ঞতা;

ক্র: নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
২)	ক) টিম লিডার	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনা/ লোক প্রশাসন/ইনফরমেশন টেকনোলজি এ নূন্যতম বি.এস.সি ডিগ্রী	• প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে কমপক্ষে ১৫(পনের) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক; • টীম লিডার হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমপক্ষে ০৩ (দিন) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; • কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে এবং • পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে; • প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; এবং • সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশনা থাকতে হবে।
	আইটি বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইনফরমেশন টেকনোলজি/ ইনফরমেশন সিস্টেম/ কম্পিউটার সাইন্স –এ নূন্যতম বি.এস.সি ডিগ্রী	• ইনফরমেশন টেকনোলজি/ ইনফরমেশন সিস্টেম কাজে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; • পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে; • প্রকল্পের বাস্তবায়ন /পরিবীক্ষণ/ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।
	ঘ) পরিসংখ্যানবিদ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান/ফলিত পরিসংখ্যান/ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	• সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। • তথ্য ব্যবস্থাপনা, ডাটা এনালাইসিস, প্রতিবেদন প্রণয়ন বিষয়ে ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।
	ঘ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/ সমাজকর্ম/ পরিসংখ্যান বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	• আর্থ-সামাজিক গবেষণা/প্রকল্প বাস্তবায়ন /পরিবীক্ষণ/ মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা; • বিভিন্ন Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা; • কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন /পরিবীক্ষণ/ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।

১২.০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ

ক্রমিক	প্রতিবেদনের নাম ও সংখ্যা	দাখিলের সময়
১.	ইনসেপশন প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল ২০ + স্টিয়ারিং ২০) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল ২০ + স্টিয়ারিং ২০) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (ডেসিমিনেশন কর্মশালা ৭৫ কপি)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে
৪.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায় ও ইংরেজীতে) (বাংলা ৪০ + ইংরেজী ২০) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে

* সকল প্রতিবেদন মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২ (পরিবহন), আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনগুলো Unicode Based Font হতে হবে।

১৩.০ ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: ডিপিপি/আরডিপিপি/পরিদর্শন প্রতিবেদন); এবং
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

(মোঃ মশিউর রহমান খান মিথুন)
সহকারী পরিচালক